গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাজেট ও অডিট শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mopme.gov.bd

স্মারক নং-৩৮.০০.০০০০.০০৬.২২.০০১.২১.০৭৫

তারিখ: ১৫ ফাল্গুন ১৪২৯ / ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

বিষয়: প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, ২০২১ (সংশোধিত) প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে অনুমোদিত প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, ২০২১ (সংশোধিত) এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

০২। অনুমোদিত প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, ২০২১ (সংশোধিত) অনুযায়ী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক ৫ (পাঁচ) পৃষ্ঠা।

(মোঃ আশরাফুল আলম সিদ্দিকী)
উপসচিব (বাওঅ)
ফোন: ০২-৫৫১০১৩১৭
ই-মেইল: sasba1@mopme.gov.bd

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মিরপুর-২, ঢাকা।

স্মারক নং-৩৮.০০.০০০০.০০৬.২২.০০১.২১.০৭৫/১(৩)

তারিখ: ১৫ ফাল্গুন ১৪২৯ / ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

অনুলিপি:

১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
(দৃ: আ: উপসচিব (বাজেট-১ অধিশাখা, এক প্রস্থ অনুমোদিত সংশোধিত নির্দেশিকা সংযুক্ত)
২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৪। অফিস কপি।

(মোঃ আশরাফুল আলম সিদ্দিকী)
উপসচিব (বাওঅ)

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মহাপরিচালকের দপ্তর
□ পেশ করুন
□ জরুরী/অতি জরুরী/আজই
□ অতিরিক্ত মহাপরিচালক
□ অতিরিক্ত মহাপরিচালক (PEDP4)
□ পরিচালক (প্রশাসন)
□ পরিচালক (অর্থ)
□ পরিচালক (পলিসি ও অপারেশন)
□ পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
□ পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
□ পরিচালক (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন)
□ পরিচালক (আইএমডি)
□ পরিচালক (প্রকিউরমেন্ট)
□ প্রকল্প পরিচালক
□ সিস্টেম এনালিস্ট
□ উপপরিচালক
□ সহকারী পরিচালক

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
পরিচালক (উপবৃত্তি) এর দপ্তর
তারিখঃ........../........../২০২
● উপপরিচালক - প্রশাসন ও অর্থ
● উপপরিচালক - পরিঃ, উন্নঃ ও মনিঃ
● সহকারী পরিচালক - অর্থ ও হিসাব
● সহকারী পরিচালক - প্রশাঃ ও তথ্য
● সহকারী পরিচালক - পরিঃ ও উন্নঃ
● সহকারী পরিচালক - মনিঃ ও মূল্যাঃ
● শিক্ষা অফিসার - অর্থ ও হিসাঃ ১/২
● শিক্ষা অফিসার - প্রশাঃ ও তথ্য ১/২
● শিক্ষা অফিসার - পরিঃ ও উন্নঃ ১/২
● শিক্ষা অফিসার - মনিঃ ও মূল্যাঃ ১/২
পরিচালক (উপবৃত্তি)

প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, ২০২১ (সংশোধিত)

ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, ২০২১ (সংশোধিত)

১. পটভূমি:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে স্বাধীনতা লাভের পরপরই সীমিত সম্পদ নিয়ে ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন এবং এ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের চাকুরি সরকারিকরণ করেন। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে ২০১৩ সালে ২৬ হাজার ১৯৩টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করে কর্মরত প্রায় ১ লক্ষ ৪ হাজার শিক্ষকের চাকুরি সরকারিকরণ করেন। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮-এ প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়ার হার শূন্যে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় উপবৃত্তি প্রদান অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।
দেশের দারিদ্র ও বৈষম্য হ্রাস এবং জনগণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ২০১৫ সালে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল গ্রহণ করে। বিদ্যালয়গামী শিশুরা এ কর্মসূচির আওতায় সুবিধাভোগী । শিশুদের জন্য এ কর্মসূচির মধ্যে আছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান এবং স্কুল মিলের ব্যবস্থা গ্রহণ। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তির আওতায় আনা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি ও উপবৃত্তির অর্থ-এই ডকুমেন্টের পরবর্তী বর্ণনায় শুধুমাত্র উপবৃত্তি লিখা হয়েছে।

দেশব্যাপী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সকল শিক্ষার্থীকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ভর্তি ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধি এবং ঝরে পড়ার হার হ্রাস করার লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থী-প্রতি ২০ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম চালু করা হয়। পর্যায়ক্রমে উপবৃত্তির হার বৃদ্ধি করে শিক্ষার্থীর গ্রেড অনুযায়ী ৭৫ টাকা থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত মাসিক হারে উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে উপবৃত্তির অর্থ বিতরণ করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়। উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রমের টেকসই পদ্ধতি হিসেবে প্রকল্পভিত্তিক ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে উপবৃত্তি প্রদানের বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটে অর্থের সংস্থান রাখা হয়। জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীকে রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় উপবৃত্তি প্রদানের কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুসৃত Government to Person (জিটুপি) পেমেন্ট পদ্ধতিতে মোবাইল ফাইনান্সিং সার্ভিসের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষায় উপবৃত্তি কার্যক্রম পরিচালনা, এর প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে দিক-নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে উপবৃত্তির অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার নিমিত্ত প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, ২০২১ সংশোধন করা হলো; যা নিম্নরূপ:

২. উপবৃত্তির কার্যক্রম পরিধি:

২.১ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পিটিআই পরিচালিত পরীক্ষণ বিদ্যালয় এবং শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় (এসকেটি)-এ অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী উপবৃত্তি কার্যক্রমের আওতাভুক্ত হবে।

২.২ উপবৃত্তির অর্থ দ্বারা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপকরণ, ব্যাগ ও পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি ক্রয় করা যাবে।

২.৩ উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন সরকারের জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলভুক্ত হবে।

৩. উপবৃত্তি প্রাপ্তির শর্ত:

উপবৃত্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থীকে নিম্নবর্ণিত শর্ত পূরণ করতে হবে:

<table>
<tr><th>ক্রমিক</th><th>শিক্ষার্থীর বিবরণ</th><th>শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থীর জন্য প্রযোজ্য শর্ত</th><th>উপবৃত্তি নির্বাচন প্রক্রিয়া</th></tr>
<tr><td>১)</td><td>প্রাক-প্রাথমিক</td><td>ন্যূনতম বয়স ৪ বছর এবং প্রতিমাসে পাঠদিবসের ৮৫% উপস্থিতি।</td><td rowspan="3">প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোনো শিক্ষার্থী বার্ষিক পরীক্ষায় নির্ধারিত নম্বর না পেলে সে উপবৃত্তি পাওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। অথবা, ধারাবাহিকভাবে তিন মাস বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকলে উক্ত শিক্ষার্থীর উপবৃত্তি প্রদান সাময়িকভাবে স্থগিত থাকবে। শিক্ষার্থী কোন মাসে নিয়মিত উপস্থিতির শর্ত ভঙ্গ করলে উক্ত মাসের উপবৃত্তি প্রদান করা যাবে না। উক্ত শিক্ষার্থী পরবর্তীতে শর্তপূরণ করলে শর্তপূরণের মাস হতে পুনরায় উপবৃত্তি প্রাপ্তির জন্য যোগ্য হবে।

শিক্ষার্থীকে যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত প্রতিমাসে ন্যূনতম গড়ে ৮৫% পাঠদিবসে উপস্থিত থাকতে হবে। যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রধান শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্মকর্তা নির্ধারণ করবেন। তবে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ৮৫% পাঠদিবসের কম হলে; তা প্রধান শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্মকর্তা কর্তৃক যুক্তিসঙ্গত কারণ বলে বিবেচিত হলে তিনি সর্বোচ্চ ২০% পর্যন্ত শিথিল করতে পারবেন। উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে তৃতীয় লিঙ্গের শিক্ষার্থীদেরকে বিবেচনায় রাখা হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দেশের কোনো এলাকায় শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আসা সম্ভব না হলে; দুর্যোগের কারণে বিদ্যালয়ের পাঠদান স্থগিতকালীন উপস্থিতি দিবসসমূহে উক্ত এলাকার শিক্ষার্থীদের মাসিক উপস্থিতি নির্ধারিত হারের চেয়ে কম হলেও উপজেলা শিক্ষা অফিসারের অনুমোদনক্রমে উপবৃত্তি প্রদান করা যাবে।</td></tr>
<tr><td>২)</td><td>১ম থেকে ৩য় শ্রেণি</td><td>প্রতিমাসে পাঠদিবসের ৮৫% উপস্থিতি।</td></tr>
<tr><td>৩)</td><td>৪র্থ থেকে ৮ম শ্রেণি</td><td>প্রতিমাসে পাঠদিবসের ৮৫% উপস্থিতি এবং বার্ষিক পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ে ন্যূনতম ৪০% নম্বর প্রাপ্তি। তবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বেলায় প্রতি বিষয়ে ন্যূনতম ৩৩% নম্বর প্রাপ্তির শর্ত প্রযোজ্য হবে। নতুন শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে ছাড়পত্রে শিক্ষার্থীর নম্বর প্রাপ্তির বিষয়টি উল্লেখ থাকতে হবে।</td></tr>
</table>

৪. উপবৃত্তি প্রাপ্তির হার:

শিক্ষার্থী-প্রতি নিম্নোক্ত হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হবে:

- **প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি:** প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থী মাসিক ৭৫ (পঁচাত্তর) টাকা হারে উপবৃত্তির অর্থ প্রাপ্য হবে।

- **প্রথম শ্রেণি-পঞ্চম শ্রেণি:** কোনো পরিবারের একজন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করলে মাসিক ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা, দুইজন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করলে মাসিক ৩০০ (তিনশত) টাকা হারে উপবৃত্তির অর্থ প্রাপ্য হবে।

- ৬ষ্ঠ **শ্রেণি- ৮ম শ্রেণি:** যে সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি চালু রয়েছে সে সকল বিদ্যালয়ে কোন পরিবারের একজন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করলে মাসিক ২০০ (দুইশত) টাকা, দুইজন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করলে মাসিক ৪০০ (চারশত) টাকা হারে উপবৃত্তির অর্থ প্রাপ্য হবে।

পরিস্থিতি বিবেচনা করে উপবৃত্তির পরিমাণ সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে হ্রাস বা বৃদ্ধি করা যাবে। উল্লেখ্য, প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম-এর আওতায় একটি পরিবারের সর্বোচ্চ ০২ (দুই) জন শিক্ষার্থী উপবৃত্তি প্রাপ্য হবে।

৫. উপবৃত্তির সুবিধাভোগী পরিবার/অভিভাবক:

শিক্ষার্থীর অভিভাবকের নিকট উপবৃত্তির অর্থ বিতরণ করা হবে। প্রথমতঃ শিক্ষার্থীর মা অভিভাবক হিসেবে বিবেচিত হবেন। মায়ের অবর্তমানে বাবা এবং মা-বাবার অবর্তমানে বৈধ অভিভাবকের নিকট উপবৃত্তির অর্থ প্রদান করা যাবে।

৬. উপবৃত্তির আর্থিক ব্যবস্থাপনা:

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর পর্যায়: উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পরিচালক পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন। তিনি প্রতি বছর ০১ মার্চের মধ্যে উপজেলা থেকে প্রেরিত প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা নবায়ন করবেন এবং ৩১ মার্চের মধ্যে প্রধান শিক্ষক কর্তৃক পোর্টালে উপবৃত্তি সংক্রান্ত এন্ট্রিকৃত যাবতীয় তথ্য উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে সংগ্রহপূর্বক মডিউল অনুযায়ী তথ্য যাচাই করে উপবৃত্তির বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা এবং বাজেট প্রাক্কলন তৈরি করবেন। অতঃপর উক্ত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও প্রাক্কলিত বাজেট মহাপরিচালকের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাবের সাথে একত্রে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য উক্ত পরিচালকের অধীনে নির্ধারিত সংখ্যক কমকর্তা ও কর্মচারী নিয়োজিত থাকবেন।

৭. উপবৃত্তির বাজেট বরাদ্দ এবং অর্থ অবমুক্তকরণ:

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পর্যায়: উপবৃত্তির বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা এবং বাজেট প্রাক্কলন অনুসারে মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের নির্ধারিত কোডে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ অর্থ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। উক্ত বরাদ্দ হতে অধিদপ্তরের ত্রৈমাসিক চাহিদামত কিস্তিভিত্তিক অর্থ অবমুক্ত করবে।

৮. উপবৃত্তির অর্থ বিতরণ পদ্ধতি:

অর্থ বিভাগ কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত Government to Person (জিটুপি) পেমেন্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তির অর্থ বিতরণ করা হবে। অর্থ বিভাগের জিটুপি পেমেন্ট পদ্ধতির সাথে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সমন্বিত ডিজিটাল পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করা হবে। সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীদের মা/বাবা কিংবা বৈধ অভিভাবকগণের সক্রিয় নগদ মোবাইল ব্যাংকিং এ্যাকাউন্টের মাধ্যমে উপবৃত্তির অর্থ বিতরণ করা হবে।

৯. উপবৃত্তি বিতরণে অনুসরণীয় আর্থিক বিধি-বিধান:

উপবৃত্তির অর্থ বিতরণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সকল সরকারি আর্থিক বিধি-বিধান প্রতিপালন করতে হবে। অন্যথায়, সরকার/দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী এতদ্‌বিষয়ক যে কোন ব্যত্যয় ও অনিয়ম শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে।

১০. বাস্তবায়ন কৌশল:

উপবৃত্তির অর্থ এই নির্দেশিকার বিধি-বিধান প্রতিপালন করে সুষ্ঠুভাবে বিতরণের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতিসহ একটি অপারেশনাল ম্যানুয়াল প্রণয়ন করবে; যা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। উক্ত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ম্যানুয়ালে সুবিধাভোগী অভিভাবক থেকে শুরু করে এসএমসি, শিক্ষক, শিক্ষা কর্মকর্তা ও কর্মচারী, জনপ্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের কর্মপরিধি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত থাকবে। অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত জিটুপি পেমেন্ট পদ্ধতিতে মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের আওতায় উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে বিধায় অর্থ বিভাগের এমআইএস-এর সাথে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের এমআইএস-এর ইন্টিগ্রেশন থাকবে। উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, সংশ্লিষ্ট তফসিলী ব্যাংক, মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও অর্থ বিভাগের এতদ্‌সংক্রান্ত ডিজিটাল পদ্ধতি ও এমআইএস-এর ইন্টারঅপারেবিলিটি (interoperability) সর্বদাই কার্যকর থাকবে; যেখান থেকে উপবৃত্তি বিতরণ সংক্রান্ত সকল তথ্য তাৎক্ষণিক ও সার্বক্ষণিকভাবে পাওয়া যাবে।

১১. অন্যান্য বিষয়াদি:

উপবৃত্তি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষক, সহকারি শিক্ষক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত থাকবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অপারেশনাল ম্যানুয়েলে প্রতিপালনযোগ্য এ বিষয়টি বিশদভাবে বর্ণিত থাকবে।

১২. হালনাগাদকরণ:

অর্থ বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও প্রয়োজনীয়তার নিরীখে এ নির্দেশিকাটি সময়ে সময়ে পরিবর্তন ও পরিবর্ধণ করা যাবে।

১৩. বিবিধ:

প্রকল্প আকারে পরিচালিত উপবৃত্তি কার্যক্রম এতদ্দ্বারা বাতিল হলো। পরিচালন বাজেটের আওতায় প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, ২০২১ (সংশোধিত) অনুযায়ী উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত ও নিষ্পত্তিযোগ্য হবে।

২৮.০২.২০২৬

মোঃ মোশাররফ হোসেন
অতিরিক্ত সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার